যুগান্তর

তারিখ 02 JUL 2005
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

ভিসা ফি বেড়েছে : ব্রিটেনে বাঙালি শিক্ষার্থীরা বিপাকে

গোলাম মোস্তফা ফারুক, লন্ডন থেকে

ব্রিটিশ হোম অফিস বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের ভিসার মেয়াদ বাড়ানোর ফি আবারও বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বর্তমানে ফির পরিমাণ থাইপোন্টে ২৫০ পাউন্ড এবং ইন পারসন ৫০০ পাউন্ড। তা বৃদ্ধি করে ৭৫০ পাউন্ডে উন্নীত করা হচ্ছে। এর ফলে ব্রিটেনে অধ্যয়নরত হাজার হাজার বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রী ভিসা এক্সটেনশন করতে গিয়ে নির্ধারিত ফি দিতে হিমশিম খাচ্ছেন, অতিরিক্ত ফি দিতে গিয়ে তারা আরও বিপাকে পড়বেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের ভিসা এক্সটেনশন করতে হোম অফিস আগে নামমাত্র ফি নিত। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে এ নিয়ম এখনও বলবত রয়েছে। কিন্তু অন্যান্য দেশের জন্য ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির ফি বাড়ানোর ফলে অনেক শিক্ষার্থী রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছেন। টিউশন এবং ভিসা এক্সটেনশন ফি যোগান দিতে না পেরে ইতিমধ্যে মাঝপথে লেখাপড়ার পাট চুকিয়েছেন অনেকে। আবার কেহ কেহ কঠোর পরিশ্রম করে এ অর্থ যোগান দিচ্ছেন, এতে করে পড়াশোনায় সময় ব্যয় হচ্ছে কম। ভিসা এক্সটেনশন ফি এবং বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে টিউটোরিয়াল ফি বৃদ্ধির ফলে অনেক বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া চালিয়ে যেতে অতিরিক্ত পরিশ্রম করছেন।

নিয়ম অনুযায়ী ব্রিটেনে একজন ছাত্র সপ্তাহে ২০ ঘণ্টা কাজের সুযোগ পান। কিন্তু এ স্বল্প সময়ে তারা যে আয় করেন তা দিয়ে থাকা-খাওয়া ও লেখাপড়ার খরচ যোগানো সম্ভব হয় না। বর্তমানে একটি জেনারেল সাবজেক্টে মাস্টার্স কোর্স করতে ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনে একজন বিদেশী ছাত্রকে ১২ হাজার পাউন্ড বার্ষিক টিউশন ফি দিতে

ব্রিটেনে অধ্যয়নরত হাজার হাজার বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রী ভিসা এক্সটেনশন করতে গিয়ে নির্ধারিত ফি দিতে হিমশিম খাচ্ছেন

হয়। একই কোর্স কেমব্রিজ কিংবা অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে সম্পন্ন করতে গেলে ২০ হাজার পাউন্ডের প্রয়োজন। অপরদিকে ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টমিনস্টার থেকে মাস্টার্স কোর্স করতে বিদেশী ছাত্রছাত্রীকে ৮ হাজার পাউন্ড, মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি থেকে ৫ হাজার পাউন্ড, ইউনিভার্সিটি অব ইস্ট লন্ডন এবং ব্রিসিস ইউনিভার্সিটি থেকে ৫ হাজার পাউন্ড একই কোর্সের জন্য দিতে হয়। লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক থেকে এমবিএ করতে একজন বিদেশী ছাত্রকে ২৫ হাজার পাউন্ড এবং মাস্টার্স করতে ২০ হাজার পাউন্ড ফি দিতে হয়। অক্সফোর্ড ব্রুকস ইউনিভার্সিটিতে এমবিএ করতে এ ক্ষেত্রে ৭ হাজার ৫শ' পাউন্ড প্রয়োজন। বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে টিউটোরিয়াল ফি ভিন্ন ভিন্ন। বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের জন্য অতিরিক্ত ফি নির্ধারণের কারণে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও শুধু অর্থের কারণে বাঙালি অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রী লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক, অক্সফোর্ড এবং কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করতে পারছেন না। এদিকে কমার্সের দুটি বিষয়ে লেখাপড়া করতে ব্রিটেনে প্রচুর বাঙালি ছাত্রছাত্রীকে বিগত কয়েক বছর থেকে অধিক পরিমাণে ভিসা প্রদান করা হচ্ছে। 'এসিসিএ' এবং 'সিআইএমএ' একাউন্টেন্সির দুটি বিষয় নিয়ে পড়তে খরচ তুলনামূলক কম। ৩ থেকে ৪ হাজার পাউন্ড ফি দিয়ে এ কোর্স সম্পন্ন করা যায়। গত বছর ঢাকার ব্রিটিশ হাইকমিশন ২ হাজার বাঙালি ছাত্রছাত্রীকে ব্রিটেনের বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য ভিসা প্রদান করেছে। চলতি বছর এ সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে ব্রিটিশ হাইকমিশনার বিপাকে : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৮

বিপাকে : বাঙালি

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

আনোয়ার চৌধুরী ফরেন এন্ড কমনওয়েলথ অফিসে এক প্রেস কনফারেন্সে বলেছেন।

ব্রিটেনে বর্তমানে কত সংখ্যক বাঙালি ছাত্রছাত্রী অধ্যয়নরত আছেন, তাদের সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে লন্ডনের বাংলাদেশ হাইকমিশন কোন সহায়তা প্রদান করে কিনা তা জানতে চাইলে হাইকমিশনের প্রথম সচিব (রাজনৈতিক) শাহনাজ গাজী বলেন, এ ধরনের কোন ডাটা তাদের কাছে নেই। জানা যায়, হাইকমিশনে শিক্ষা বিষয়ক পৃথক কোন সেকশন নেই। একজন কর্মকর্তাকে তার অন্যান্য দায়িত্বের পাশাপাশি শিক্ষা বিষয়ক বিভাগের কাজ দেখাশোনা করতে হচ্ছে। ৭/৮ বছর আগে বাংলাদেশ হাইকমিশনে এডুকেশন এটাচির পোস্ট ছিল। দেশী ছাত্রছাত্রীদের নানা সমস্যা সমাধানে এ বিভাগ পর্যন্ত সহায়তা প্রদান করত। বর্তমানে এ বিভাগটি উঠিয়ে দেয়া হয়েছে। ব্রিটেনে এশিয়ার অন্যান্য দেশের হাইকমিশনগুলো এ কাজটি খুব সহজভাবে করে থাকে। তাদের তৈরি করা ডাটা প্রতিনিয়তই আফডেট করা হচ্ছে।